১. ভারতীয় দর্শনের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

ভূমিকা: প্রাচ্য চিন্তাধারার অন্যতম শাস্ত্র হলো ভারতীয় দর্শন। প্রাচীনকাল থেকে আত্মসন্ধান ও জগৎ-জীবন সম্পর্কিত গভীর জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে এই দর্শনের বিকাশ। ভারতীয় দর্শন কেবল তাত্ত্বিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা নয়; ভারতীয় দর্শন হলো জীবনচর্চার এক বাস্তব পথনির্দেশ। বৈদিক ও অবৈদিক—অর্থাৎ আস্তিক (ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত) ও নাস্তিক (চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ)—এই ভিন্ন ধারার মধ্যেও জড়বাদী চার্বাক ব্যতিরেকে সমগ্র ভারতীয় দর্শনে কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ঐক্য ও সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. বিচারবাদ ও যুক্তিনির্ভরতা: ভারতীয় দর্শন কোনো অন্ধবিশ্বাসের ওপর গড়ে ওঠেনি। ব্রহ্ম, আত্মা, ঈশ্বর, পাপ-পুণ্য ও মোক্ষের মতো বিমূর্ত তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিটি সম্প্রদায় কঠোর যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের (জ্ঞানতত্ত্ব) আশ্রয় নিয়েছে। বিরোধী মত বা 'পূর্বপক্ষ' যুক্তির সাহায্যে খণ্ডন করে স্বমত বা 'উত্তরপক্ষ' প্রতিষ্ঠা করার সুশৃঙ্খল বিচারপদ্ধতি এই দর্শনের বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়।

২. আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি: জড়বাদী চার্বাক ভিন্ন প্রায় সকল ভারতীয় সম্প্রদায় আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন। এখানে জড় জগতের ঊর্ধ্বে একটি স্বাধীন ও চৈতন্যময় সত্তারূপে 'আত্মা'র অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন অনুযায়ী জীবনের চরম সত্য শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; আত্মোপলব্ধির মধ্যদিয়ে পরম সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়।

৩. দুঃখবাদ ও আশাবাদ: ভারতীয় দর্শনের প্রারম্ভ জাগতিক দুঃখের বাস্তব উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। জীবনে জরা, ব্যাধি ও দুঃখের উপস্থিতি অনিবার্য— একথা প্রায় সকল দার্শনিক স্বীকার করেছেন। তবে ভারতীয় দর্শন হতাশাবাদে পর্যবসিত হয় না। তত্ত্বজ্ঞান, অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা যোগসাধনার মাধ্যমে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি সম্ভব—এই পরম আশাবাদই ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি।

৪. পরম পুরুষার্থ হিসেবে 'মোক্ষ': ভারতীয় চিন্তাধারায় মানবজীবনের চারটি উদ্দেশ্য (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ)-এর মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তিকে চরম পুরুষার্থ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন মতে, পার্থিব ভোগ বা সুখলাভ ক্ষণস্থায়ী; তাই সর্বপ্রকার জাগতিক বন্ধন ও পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তিলাভই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য।

৫. কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ: চার্বাক ব্যতীত সকল সম্প্রদায় এক সার্বিক কার্যকারণ নিয়ম হিসেবে 'কর্মবাদ' স্বীকার করে। ভারতীয় দার্শনিকদের মতে, মানুষ তার শুভ বা অশুভ কর্মের ফল (সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও সঞ্চীয়মান) ভোগ করতে বাধ্য। এই কর্মফল ভোগের কারণে আত্মাকে বারবার দেহ ধারণ করতে হয়। একমাত্র নিষ্কাম কর্ম ও তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে কর্মবন্ধন ক্ষয় করে পুনর্জন্ম রোধ করা যায়।

৬. এক অমোঘ নৈতিক নিয়মে বিশ্বাস: ভারতীয় দর্শনে এক চিরন্তন নৈতিক শৃঙ্খলার ওপর গভীর আস্থা প্রকাশ পেয়েছে। ঋগ্বেদের 'ঋত', মীমাংসকদের 'অপূর্ব', ন্যায়-বৈশেষিকদের 'অদৃষ্ট' কিংবা বৌদ্ধ ও জৈনদের কর্মনিয়ম—সবই ব্যক্ত করে যে বিশ্বজগৎ কোনো বিশৃঙ্খল প্রক্রিয়া নয়; এক সুনির্দিষ্ট নৈতিক বিধির দ্বারা পরিচালিত।

৭. দর্শন কেবল চর্চা নয়, চর্যাও: পাশ্চাত্য দর্শনের মতো ভারতীয় দর্শন শুধুমাত্র বৌদ্ধিক কৌতূহল মেটানোর বিষয় নয়; ভারতীয় দর্শন হলো একপ্রকার বাস্তব জীবনসাধনা (Way of Life)। দর্শনকে ব্যক্তিগত জীবনে উপলব্ধি ও আচরণে রূপ দিতে হয়। ইন্দ্রিয়সংযম, নীতিবোধ ও আত্মশুদ্ধি ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের মর্ম উপলব্ধি করা অসম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতীয় দর্শন হলো যুক্তি, আধ্যাত্মিকতা এবং গভীর নৈতিকতার এক অনুপম সমন্বয়। বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য ও বিতর্ক থাকলেও দুঃখমুক্তি এবং চরম কল্যাণসাধনের অভিন্ন লক্ষ্য সমগ্র ভারতীয় দর্শনকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে।